নির্বাচনী কমিশন প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছ কার্যক্রম:

◁ শেষ পাতার পর:

অথচ টাউন হলে সতেরো (১৭) সদস্য বিশিষ্ট উৎসাহী ব্যক্তিবর্গদের নিয়ে পরিচালনা কমিটি গঠিত হয়েছিলো। তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে নেপথ্যের ইশারায় তিনি কয়েকজন ব্যক্তিবর্গের নাম দিয়েছেন যাতে বিষয়টি তাদের অধিকারে থাকতে পারে। সেই অধিকার গণতান্ত্রিকভাবে ব্যবহার করলে কোন কথা থাকতো না। এ অধিকার চক্রান্ত স্বার্থে ব্যবহার হচ্ছে।

বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে এই সকল প্রক্রিয়ায় যে সকল এডভাইসরি কমিটির নাম ঘোষিত হয়েছে তাদের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গই নেই যারা বালা'র সাথে অধিকভাবে জড়িত ছিলো। পরামর্শের জন্য প্রয়োজনীয় কিন্তু তাদেরকে না রাখার পিছনে কেউ কেউ অস্বচ্ছ পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে বলেছেন। কারণ কোন দলের স্বার্থান্বেষী সিদ্ধান্তে তারা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। জাহিদ হোসেন পিন্টু, কাজী রহমানের মতো শক্তিশালী সংগঠকদের এড়ানো হচ্ছে। এদেরকে টেকনিক্যালি ঠুকতে না দেওয়ারও ষড়যন্ত্র করা হয়েছে বলে অভিযোগে প্রকাশ। সংবাদ মাধ্যম একটি স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিতর্কিতহীন একটি কার্যকরী পরিষদ নির্মাণের পক্ষে কাজ করেছে এবং আগামীতেও করবে। অস্বচ্ছ ও ষড়যন্ত্র করে কোন নির্বাচনকে প্রচার মাধ্যম সমর্থন করবে না।

কথা ছিলো একটি নিরপেক্ষ বালা'র জন্ম দেওয়ার কিন্তু সমাজের কতিপয় মানুষের মাঝে এগারো বছর পরও মানসিকতার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বাচ্চু ঠেকাও আন্দোলন আজও মনের মধ্যে পুষে রেখে বিভিন্ন পদ্ধতি হাজির করেছে বলে প্রকাশ। বাচ্চু দাঁড়াবে কিনা সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হয়েই কতিপয় ব্যক্তি যারা পূর্বেও এ বিষয়ে তৎপর ছিলো, আবার তারাই আকার ইঙ্গিতে ষড়যন্ত্র করছে বলে প্রকাশ। চীফ নির্বাচন কমিশনারের তৃতীয় মিটিং-এ কমিশনারসহ প্রস্তাবিত এডভাইসরি কাউন্সিলে মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মিটিং-এ যে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাদের মধ্যে অন্যতম নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে যাওয়া। ২ ডিসেম্বর, ২০০৭-এর পরিবর্তে ২০০৮-এর জুনে গিয়ে পড়েছে, এগারো বছর আগে কোর্ট বলেছিলো অবিলম্বে নির্বাচনের মাধ্যমে কার্যকরী কমিটি প্রণয়ন করা হোক।

এত বছর পরেও নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন অবান্তর বলে কমিউনিটির মানুষ মনে করে। এটা একটা ষড়যন্ত্র বলে বিশেষ মহল মনে করেছে। চীফ নির্বাচন কমিশনের তৃতীয় মিটিং-এ আরও একটি বিষয়ে আলোচনা হয় যে, মিটিং-এ নির্বাচনের নীতি নির্ধারণ করবে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু সেখানে নীতি নির্ধারণ করে দিচ্ছে প্রস্তাবিত এডভাইসরি কমিটি। ফলে জনসাধারণ অস্বচ্ছতার গন্ধ পাচ্ছে বলে জানা গেছে। জনসাধারণের অভিমত, বাচ্চু ঠেকাও গ্রুপ গঠনতন্ত্রের নামে অগঠনতান্ত্রিক ও অবৈধ প্রস্তাব পাশ করানোর প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। বালা'র ব্যাপ্তি সান্ডিয়াগো থেকে সান্তাবারবারা এর মধ্যে আটটি (৮) কাউন্টির বাংলাদেশী প্রবাসী ও তাদের স্ত্রী, স্বামী, কন্যা, পুত্রদ্বয় সকলেই বালা'র সদস্য ও নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ভোটার। চাঁদা দিয়ে সদস্যপদ লাভ করার মাধ্যমে ভোটদাতা হতে হবে, উজ্জীবনের আগে এই হাস্যকর প্রক্রিয়ার জন্ম কেনো। জনসাধারণ মনে করেন বাচ্চু ঠেকাও ষড়যন্ত্রের এটি একটি চাল। এগারো বছর পর বালা'র নির্বাচনে সদস্যপদের চাঁদা আদায় করার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের নাই। তাদের কাজ ন্যায় ও সত্যের উপর নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে সুষ্ঠ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি কার্যকরী পরিষদ গঠন করা, যারা বালা'র গঠনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে। অলাভজনক সংগঠনে চাঁদা করা নিষিদ্ধ। অনুদান সংগ্রহ করা যায়, সেক্ষেত্রে কোন বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে না। আগামী বালা'র নির্বাচনে চাঁদা হিসাবে সদস্যপদ গ্রহণের মাধ্যমে ভোটার হওয়ার প্রক্রিয়া অবৈধ বলে জনসাধারণ দাবী জানিয়েছে।

বালা নির্বাচন কমিশনের এডভাইজরি কাউন্সিলের বিশিষ্ট নেতা বলেছেন, প্রয়োজনে মিডিয়াকে উপেক্ষা করেই নির্বাচন পরিচালনা হবে। তিনি উল্লেখ করে বলেন, অতীতে মিডিয়া ছাড়াই নির্বাচন পরিচালিত হয়েছে। কিন্তু কথাটি সত্য নয়, তখনও বাংলা বার্তা, ঠিকানাসহ বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে বালা'র নির্বাচনের সংবাদ ও সমালোচনা আলোচিত হয়েছে। স্বার্থান্বেষীগণ যদি মনে করেন মিডিয়াকে উপেক্ষা করে বালা'র নির্বাচন অস্বচ্ছতার মধ্যে পরিচালিত করবেন, তাহলে নির্বাচনের দায়-দায়িত্ব তাদেরকেই নিতে হবে। নির্বাচন হতে হলে আমাদের মতো করে হতে হবে, নতুবা হবে না। এ ধরণের অহংকারী কথাবার্তার প্রতি সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধতা প্রকাশ করেছেন।

নির্বাচনকে সামনে রেখে দশ ডলার করে সদস্য চাঁদার মাধ্যমে ভোট প্রদানের পিছনে যে গভীর উদ্দেশ্য, প্রণোদিত ষড়যন্ত্র রয়েছে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। অনেকেই নিউইয়র্কের সোসাইটির উদাহরণ টেনে বলেছেন, নিউইয়র্ক সোসাইটির নির্বাচন সদস্যপদ তৈরী করে ভোট দেওয়া হয়। এ ধরণের প্রক্রিয়ায় নিউইয়র্কে যা হয় তাহলো উঠতি পুঁজিপতি কিছু ব্যক্তি নিজেকে জাহির করার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয়ে প্রবাসীদের সদস্যপদ তৈরী করেন এবং তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পদে উত্তীর্ণ হন। এই ঘটনা দীর্ঘ সময়কাল নিউইয়র্কে চলে আসছে।

যেখানে বালা'র অস্তিত্ব নেই সেখানে বালা'র সংবিধান অনুসরণ করে নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন অবান্তর বলে কমিউনিটির মানুষ মনে করে।

তাছাড়া নিউইয়র্কে শুধু সোসাইটি নয়, লীগ, এসোসিয়েশন বিভিন্ন সংগঠন রয়েছে কিন্তু লস এঞ্জেলেসে মাত্র একটিই প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন। লস এঞ্জেলেসবাসীই নির্ধারণ করবে তাদের প্রক্রিয়া, মুষ্টিমেয় কয়েকজন নয়। প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, নির্বাচনের খরচ কিভাবে জোগাড় হবে। বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন, নির্বাচনের বাজেট হতে পারে পদপ্রার্থীদের নমিনেশন ফি এবং উপদেষ্টা কমিটির অনুদানসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায়। জনসাধারণের কাছে নির্বাচনী অনুদান আহ্বান করা যেতে পারে কিন্তু তা জনতার পকেট হাতিয়ে নয়। এটি হবে ঘোর অন্যায় এবং অনাকাংখিত, এমন অভিমত পোষণ করেন অনেকেই।

বালা'র নির্বাচন কমিশন নিয়ে কথা

একুশ রিপোর্ট

বালা যখন কোর্টের দোড়গোড়ায় গিয়ে পৌঁছায়, তখন কোর্ট বাদী এবং বিবাদী পক্ষকে বলেন যে, নতুন একটি নির্বাচনের মাধ্যমে বালার বৈধ কার্যক্রম নির্ধারিত করা হবে। সেক্ষেত্রে কোর্ট নির্দেশ দেন যে, অবিলম্বে নির্বাচন করার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হোক। জর্জ উভয় পক্ষ থেকে পাঁচ (৫) জন করে তাদের নির্বাচিত ব্যক্তিদের দ্বারা নির্বাচন কমিশন গঠন করতে নির্দেশ দেন এবং একজনকে চীফ নির্বাচন কমিশনার অর্থাৎ এগারো জনের একটি নির্বাচনী কমিশন। সর্বমোট এগারো জন নির্বাচন কমিশনারের উপর গিয়ে পড়ে নির্বাচনের দায়-দায়িত্ব। কিন্তু

অথর্ব এই এগারো জন কমিশন বডি এগারো বছর স্বয়ংক্রিয়ভাবে কিছুই করতে ব্যর্থ হওয়ায় একুশ মিডিয়া উজ্জীবনী প্রক্রিয়ায় হাত দিয়ে বালা'কে নাড়া দেয়। বালা'র সক্রিয়তার পথে দেখা গেছে নির্বাচন কমিশন এখনও নিষ্ক্রিয় রয়ে গেছে। এগারো জনের মধ্যে যারা জীবিত রয়েছেন তাদের দিয়ে নির্বাচন পরিচালনা করা অসম্ভব আকার দেখা দিয়েছে, যাদের মধ্যে কোন সমন্বয় ও উদ্দীপনা নাই তাদেরকে ঠেলেও সরানো যাচ্ছে না। চীফ নির্বাচনী কমিশনকেও ঠেলে আনতে হচ্ছে। তিনি বিশেষ ব্যক্তিদের অনুরোধে কার্য সম্পাদন করার কথা প্রকাশ্যে উল্লেখ করেছেন। তাকে কেউ কিছু যেন না বলেন তা নিয়ে কথা উঠেছে, কারণ কেউ কিছু বললে তিনি এ দায়িত্ব ছেড়ে পালাবেন। অনেকেই কমিউনিটির কল্যাণকর কাজকে শুধুই ঝামেলা মনে করেন।

মমিনুল হক বাচ্চু তার পক্ষের একজন নতুন নির্বাচন কমিশন জনাব মুস্তাফিজুর রহমান তুফানকে নিয়োগ করেন। কিন্তু লিখিত আকারে তার কোন ডকুমেন্ট কোর্টের জন্য প্রণয়ন করেন নি। একইভাবে ইশতিয়াক চিশতী আলমকে নিয়োগ করলে মমিনুল হক বাচ্চুর অনুমতির প্রয়োজন বোধ করেন নি এবং কোন ডকুমেন্টও নাই। অপরদিকে জনাব মমিনুল হক বাচ্চু বিষয়টি মেনে নিচ্ছেন না, ফলে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন, বাচ্চু ও ইশতিয়াক দু'জন মিলে পুনরায় বর্তমান পরিস্থিতির উপর উৎসাহী, গ্রহণযোগ্য পাঁচ জন করে নতুন নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ করা সবচেয়ে উত্তম হবে। কারণ এগারো বছর আগের নির্বাচন কমিশনের অনেকেই উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন, কেউ কেউ অপারগতার কথা উত্থাপন করেছেন ইত্যাদি। এ পর্যন্ত চীফ কমিশনার কোন মিটিং-এ কোরাম করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আবার কেউ কেউ মন্তব্য করে বলেছেন, যদি চীফ নির্বাচন পরিচালনায় আপত্তি করেন তাহলে নির্বাচিত দশ জন কমিশনার একজন চীফ নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করবে।

শান্তিপ্রিয় লস এঞ্জেলেসবাসীদের এগারো বছর অপেক্ষা করানো হয়েছে বালা'র জন্য। এখন সেই সকল স্থবির ও অকার্যকর ব্যক্তিবর্গ নির্বাচনকে আরও এক বছর পিছিয়ে দেওয়ার পায়তারা করছে। কিন্তু সচেতন প্রবাসী কোন ধরণের অগণতান্ত্রিক বা অস্বচ্ছ মাধ্যমে বালা উজ্জীবিত হোক তা চায় না এবং তা হতে দেবেও না। কোন ব্যক্তির জন্য যদি ষড়যন্ত্র নির্মিত হয় তাহলে তার তিরোধান পর্যন্ত ষড়যন্ত্রকারীর অপেক্ষা করা উচিত বলে অনেকে মন্তব্য করেছে। নির্বাচনে বাধ্যতামূলক চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকার অর্জনকে অযৌক্তিক ও অবৈধ বলছেন সাধারণ প্রবাসীবৃন্দ।

বালা কি বাচ্চু-ইশতিয়াকের নাকি জনসাধারণের ?

একুশ রিপোর্ট

বালা নিয়ে কেউ কথা বলে উঠলে কিছু ব্যক্তি সকল তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন। এই নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, বালা কি বাচ্চু-ইশতিয়াকের নাকি জনসাধারণের ? তাহলে জনসাধারণ কেনো বালা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারবে না ? সংগঠন কেন মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের আওতাভুক্ত হয়ে উঠেছে এ নিয়ে প্রবাসীর মাথা ব্যাথা দেখা দিয়েছে। তারা বলছেন, বালা নিয়ে কথা বললে অনেকেই বলে ওঠেন, আরে ভাই আপনি বালার কি জানেন ? বালা নিয়ে কথা বলার আপনার কি অধিকার আছে ? এমন কি নির্বাচন কমিশন পর্যন্ত একই সুর তুলছেন। আমরা যা করবো বা যেভাবে করবো সেভাবেই হবে। চীফ কমিশনারকে বলতে শোনা গেছে, বালা নিয়ে বাইরে নানা প্রাসঙ্গিক কথাবার্তা হয় তা নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না, জাস্ট ইগনোর ইট। এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ জনগণ মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ হয়েছে। আর তাই এখন থেকে আট (৮) কাউন্টির মানুষ সচেতন হয়ে উঠেছে। তারা বলছেন, বালা জনগণের। বালা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যাথা রয়েছে। বালার স্বার্থ আমাদের উপর রয়েছে। অতএব, জবাবদিহিতা থাকতে হবে। পদপ্রার্থীদের শুধু লস এঞ্জেলেস শহরে বসে খবরদারি করার দিন শেষ। তাদেরকে কাউন্টির মানুষদের সম্পর্কে জানতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন কাউন্টিতে বালার নির্বাচনী তৎপরতা গড়ে তোলার জন্য ভোটারবৃন্দ প্রতিনিধির মাধ্যমে জনমত গড়ে তোলার খবর পাওয়া গেছে। অচিরেই বিভিন্ন কাউন্টির প্রতিনিধিত্বমূলক কর্মতৎপরতার সংবাদ পরিবেশিত হবে বলে জানা গেছে।

বালা'র ভোট সংগ্রহে প্রবাসীর প্রত্যাশা

একুশ ডেস্ক

আগামীর বালা'র নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কাউন্টিতে ভোট সংগ্রহের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। একটি মাত্র ভোট কেন্দ্রে (গ্রিফিথ পার্কে) বালার নির্বাচনকে অযৌক্তিক হিসাবে অধিকারের প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে। আদালত স্বীকৃত সংবিধান অনুযায়ী সাউদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়ার ৮টি কাউন্টি নিয়ে বালার ব্যাপ্তি। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব লস এঞ্জেলেস শুধুমাত্র লস এঞ্জেলেস কাউন্টিরই সংগঠন নয়, সমগ্র সাউদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়ার সমুদয় কাউন্টি এতে জড়িত। তাদের মধ্যে রয়েছে, ১). লস এঞ্জেলেস ২). রিভারসাইড ৩). অরেঞ্জ ৪). স্যানবারনিডিনো ৫). ভেঞ্চুরা ৬). সান্ডিয়াগো ৭). কার্ন ৮). সান্তাবারবারা। এবং অনেকে মন্তব্য করেছেন যে, এই বিশাল এলাকার নির্বাচন মাত্র একটি ভোট কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হওয়া অযৌক্তিক। নির্বাচনকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করতে হলে বালার সমগ্র ব্যাপ্তিকেই গ্রহণ করতে হবে বলে বিভিন্ন কাউন্টির প্রবাসীগণ মনে করেন। সান্ডিয়াগো বা সান্তাবারবারা থেকে দুই-আড়াই ঘন্টা চালিয়ে ভোট দেওয়া অযৌক্তিক। কিন্তু ভোট দান প্রতিটি প্রবাসীর অধিকার। এইজন্য বালার নির্বাচনে ৮টি ভোট কেন্দ্র তৈরী করে উক্ত এলাকার কাউকে প্রতিনিধি মনোনীত করে ভোট সংগ্রহ করার প্রস্তাব এসেছে। বালাকে শুধুমাত্র শহর কেন্দ্রিক না করে বিকেন্দ্রিকরণের মাধ্যমে পারস্পরিক জন সংযোগে সাউদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়ার সকল প্রবাসীর মধ্যে বন্ধন সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করেছে।

মন ও মননে
বিশ্বায়নের সুবাতাস চাই

সাউদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়ায় স্বতঃস্ফূর্ততায় ঈদ উদযাপিত হয়েছে

◁ শেষ পাতার পর:

বরাবরের মতো লস এঞ্জেলেসের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয় কনভেশন সেন্টারে। সকাল ১০টায় সময় দেওয়ার ফলে অসংখ্য নারী, পুরুষ জমায়েত হয় ঈদের নামাজ আদায় করতে। ডঃ মেহের হাতুত খুদবা প্রদান করেন। কনভেনশন সেন্টারে দেশ, জাতি ও ভাষার ভেদাভেদ ভুলে সকল মানুষ এক কাতারে আমেরিকান মুসলিম উম্মাহ হিসাবে নারী, পুরুষ একত্রে নামাজ আদায় করার দৃশ্য ছিলো অতুলনীয়। প্রবাসী বাংলাদেশীদের একাংশ প্রতিবারের মতো শ্যাটো রিক্রিয়েশন সেন্টারে দু'টি জামাতে ঈদের নামাজ আদায় করে। সকাল ৭:৩০ মিনিট এবং ৮:৩০ মিনিটের দু'টি জামাতেই লোকে পরিপূর্ণ ছিল শ্যাটো রিক্রিয়েশন সেন্টার। এছাড়া, বাংলাদেশীদের আয়োজনে উডলী পার্কে ঈদের জামাতে নামাজ আদায় করা হয়। নর্থ হলিউড, গ্রানাডা হিল সহ বিভিন্ন কাউন্টিতে বিশাল ঈদের জামাত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। ঈদের দু'দিন শনিবার ও রবিবার ছিলো বাসায় বাসায় বেড়ানো এবং খাওয়া-দাওয়ার পালা পার্বণ। পরিবারের ছেলেমেয়েদের মাঝে ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে দেখা যায়। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা উইকেন্ড হওয়াতে ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে পারে। কারণ অন্যান্য সময় ঈদের দিন স্কুল খোলা থাকায় ঈদের আনন্দে পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না। শ্যাটো রিক্রিয়েশন সেন্টারে প্রতিবারের মতো এবারও পরদেশ সকলের জন্য মিষ্টি ও সেমাই বিতরণ করে এবং সারাদিন প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য খাওয়া ছিলো উন্মুক্ত। পরদেশের স্বত্ত্বাধিকারী রবির এই বিরল আপ্যায়ন প্রবাসী সকলেই মনের আনন্দে উপভোগ করে। তবে সকল রেস্টুরেন্টে সেমাই বিতরণ করে সকল ঈদ উদযাপনকারীদের মিষ্টি মুখ করায়।

এবারের ঈদের আনন্দ লস এঞ্জেলেসের পরিবারের মধ্যে বিষন্নতার ছায়া বয়ে আনে। ভ্যালীবাসীদের জন্য ছিলো মর্মান্তিক বেদনাদায়ক। রোড রেইসের দুর্ঘটনার শিকার, প্রবাসীদের জন্য বেদনাদায়ক অধ্যায় ছিলো। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধা মনিরুল আলমের মৃত্যু ছিলো অপর আরেকটি দুঃখজনক ঘটনা।

অক্সনার্ডের আয়োজন। ছবি-একুশ

আর্টেশিয়ার লিটল ঢাকার চত্বরে জমে উঠেছিলো ঈদ পূর্ববর্তী রাতের নতুন আনন্দ-আয়োজনের প্রবাহ। বিডিস্যাক ও লিটল ঢাকার চাঁদ-রাত আনন্দ- আয়োজনে মূলধারার একমাত্র বাংলাদেশী ষ্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান নাভিদ মাহবুব। ২০০৭ লাস ভেগাস কমেডি ফেষ্টিভ্যালে বেষ্ট পুরুষ কমেডিয়ান হিসাবে পুরষ্কৃত হয়েচেন নতুন ধারার বাংলাদেশী কমেডিয়ান নাভিদ মাহবুব। ছবি-একুশ (আবদুল্লাহ এ মামুন)

চাঁদ-রাতের মেহেদী আয়োজনের। ছবি-একুশ (আবদুল্লাহ এ মামুন)

বাফলা'র প্রেসিডেন্ট মাহাবুব খান

একুশ-এর চোখে প্রথম নির্বাচন ২৮ অক্টোবর, ২০০৭

একুশ ডেস্ক

বাফলা'র বিগত সাংবাদিক সম্মেলনে বাফলার পূর্ণাঙ্গ সংবিধান প্রণয়নের ঘোষণায় ২৮ অক্টোবর, ২০০৭ প্রথম নির্বাচনের কথা ঘোষণা দেয়। একুশ বাফলার চুলচেরা বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ করে নির্বাচনের পূর্বেই ঘোষণা দিয়েছে যে, বাফলার প্রথম প্রেসিডেন্ট ডঃ মাহাবুব খান। এটা বাফলার নির্বাচনের ফলাফল নয়, একুশ-এর গবেষণালব্ধ ফলাফল। আমরা বিশ্লেষণ করে দেখেছি, এ মূহুর্তে বাফলার নেতৃত্বে যারা প্রেসিডেন্ট হওয়ার যোগ্যতা ধারণ করেন তাদের মধ্যে ডঃ মাহাবুব খান বাফলার মাধ্যমে আগামীতে বাফলার কর্মকান্ডে অগ্রগতি ও গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে একুশ মনে করে। পরবর্তীতে যার নাম আসে, তিনি হচ্ছেন ডঃ হাসেম। কিন্তু তিনি একুশ-এর কাছে সরাসরি লিখিতভাবে ঘোষণা দিয়েছেন বাফলার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন না। অতএব ডঃ মাহাবুব খানের বিকল্প কেউ নেই বলে একুশ মনে করে। বাফলার প্রেসিডেন্ট ডঃ মাহাবুব খান এবং বাফলার প্রারম্ভে বাফলার স্বার্থে তার প্রয়োজনীয়তা আছে আমরা মনে করি। আগামী ২৮ অক্টোবর বাফলার সদস্যবৃন্দই চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, কে হবেন তাদের প্রতিনিধিত্বকারী জন।

তপন দেবনাথ-এর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

১) দি সিটিজেন (উপন্যাস) ২০০০
২) নীল আকাশের নীচে (উপন্যাস) ২০০১
৩) নিঃশব্দ রক্তক্ষরণ (উপন্যাস) ২০০৭
৪) অচেনা (ছোট গল্প) ২০০৭

প্রকাশিতব্য গ্রন্থসমূহ

১) পলাতকের জবানবন্দি (উপন্যাস)
২) গল্পের খোঁজে (ছোটগল্প)
৩) একই বৃত্তে এপার-ওপার (ছোটগল্প)
৪) অপরাজিত (ছোটগল্প)
৫) স্বপ্ন ভাসে তেপান্তরের মাঠে (কবিতা)

Bangladesh REAL ESTATE Prospects and Potentials

A Must-attend Seminar for Non Resident Bangladeshis (NRB)

GUESTS:
Hon. Consul General of Bangladesh, Mr Abu Zafar
REHAB Bangladesh President, S. M. Anwar Hossain
REHAB Bangladesh Gen. Secy, Tanveerul Haque Probal
REHAB Members Bangladesh

LOCATION:
Consulate Office Bangladesh
4201 Wilshire Blvd, Suite # 605,
Los Angeles, CA 90010

Saturday October 27, 2007
2:00 - 6:00 PM
(Attendance is FREE and Refreshments will be served)

Hosted by: USBBF US BANGLADESH BUSINESS FORUM WWW.USBBF.COM

RSVP:
M Ahsan – 213-248-7886, Osman Chowdhury - 714-906-9197

অভিষেক - ২০০৭

◁ শেষ পাতার পর:

নেহায়েত কম ছিলো না দর্শকবৃন্দ। একই সময়ে লস এঞ্জেলেসের বিভিন্ন জায়গায় বাংলাদেশী কমিউনিটির আরো বেশ কিছু অনুষ্ঠান থাকায়

প্রধান অতিথি জনাব ডঃ রফিকুজ্জামান। ছবি-একুশ

দর্শকশ্রোতাদের অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের কম্পিউটার বিষয়ক উপদেষ্টা বৃহত্তর লস এঞ্জেলেসবাসী জনাব ডঃ রফিকুজ্জামান।ত অনুষ্ঠানে দর্শকশ্রোতা কিছুটা কম হবে একথা আমরা আগেই জানতাম, জানালেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস খান।

সহ-সভাপতি হানিফ সিদ্দিকীর সূচনা বক্তব্যের পর অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব পান শামসুন্নাহার মনি ও সাংগঠনিক সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমান। এক পর্যায়ে ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণে উপস্থাপিকা মনি মাঝপথে এসে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে তার স্থলে দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন সহ-সভাপতি, বিশিষ্ট কবি, লেখক ও সাংবাদিক হানিফ সিদ্দিকী। তাঁর চমৎকার পেশাদারীসুলভ উপস্থাপনা উপস্থিত সবার দৃষ্টি বিশেষভঅবে আকর্ষণ করে।

কথা ছিলো বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন লস এঞ্জেলেসস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল জনাব মোঃ আবু জাফর। কিন্তু বর্তমানে লস এঞ্জেলেসে অবস্থানকারী নোবেল লরিয়েট ডঃ মোঃ ইউনূসের সঙ্গে ব্যস্ততম সময় জ্ঞাপনের ফলে তিনি উপস্থিত হতে পারেন নি। কনসাল জেনারেলের পরিবর্তে উপস্থিত ছিলেন ভাইস কনসাল জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম। প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের আরেক গর্ব বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের সাবেক কম্পিউটার বিষয়ক উপদেষ্টা বৃহত্তর লস এঞ্জেলেসবাসী জনাব ডঃ রফিকুজ্জামান।

প্রধান ও বিশেষ অতিথি প্রশংসাধন্য হলেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের জন্য। প্রধান অতিথি বিশেষভাবে জোর দিলেন প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির সন্তান-সন্ততিদের উপযুক্ত শিক্ষা লাভের উপরে। তিনি আশা প্রকাশ করলেন, আগামীতে আমাদের আরো যোগ্য ছেলেমেয়েরা যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে উঠে আসবে উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে। সংক্ষিপ্ত ভাষণে সংগঠনের সভাপতি বিশিষ্ট রিয়েলেটর জনাব এনামুল হক এমরান ভ্যালী তথা বৃহত্তর লস এঞ্জেলেসস্থ বাংলাদেশী কমিউনিটিকে আহ্বান করলেন বাভলা-কে মুক্তমনে এবং মুক্তহস্তে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য যাতে আগামীতে বাভলা কমিউনিটির প্রতি আরো বেশী বেশী করে দায়িত্ব পালন করতে পারে।

অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে নব নির্বাচিত তৃতীয় কার্যনির্বাহী কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করিয়ে অভিষিক্ত করেন নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্বপালনকারী জনাব দিলশাদ রহমান। এসময় মঞ্চে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো সুবেশধারী কর্মকর্তাদেরকে করতালি দিয়ে তুমুলভাবে অভিনন্দিত করেন দর্শকশ্রোতারা। অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে ছিলো নাচ, গান ও কবিতা আবৃত্তি। হিন্দী গানের ছন্দে ও সুরে অনেকগুলো নাচ পরিবেশন করে দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন চারজন ভারতীয় আমেরিকান তরুণীর নৃত্য দল -- এসডিপি। স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে তমাল হোসেন, হেলাল, রনি চৌধুরী, শামসুন্নাহার মনি-র গান এবং বিশিষ্ট আবৃত্তিকার অরুণ-এর চমৎকার আবৃত্তি সবার প্রশংসাধন্য হয়। সবাইকে ছাড়িয়ে যান বাংলাদেশের বিখ্যাত ব্যান্ড দল 'ডিফারেন্ট টাচ'-এর এক সময়ের বিখ্যাত গায়ক বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী মাহতাব আযমী। তিনি যখন তার বিখ্যাত গান "শ্রাবণের মেঘগুলো জড়ো হলো আকাশে" পরিবেশন করেন, দর্শকশ্রোতারা উল্লাসে ফেটে পড়েন। সর্বশেষ আকর্ষণ ছিলেন বলিউড চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট প্লেব্যাক সিঙ্গার শ্রী আরমিন্দার সিং বাবলু। বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব জাহিদ হোসেন পিন্টু-র চমৎকার শব্দ নিয়ন্ত্রণ ছিলো সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। আর তবলায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পিয়াল হোসেনের অবদানও অনস্বীকার্য। এমরান-ফেরদৌস কার্যকরী পরিষদের নির্বাচিতরা হলেন সভাপতি এনামুল হক এমরান, সহ সভাপতি মোঃ সালাম আহমেদ, জিহাদ হোসেন, হানিফ সিদ্দিকী ও রেজাউল করিম খান। সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস খান, সহ সাধারণ সম্পাদক মনির আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুনতাসিরুল হক, শিক্ষা সম্পাদক সুমন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ মোঃ হিলটন, ক্রীড়া সম্পাদক আবুল হাসনাত, প্রচার সম্পাদক জহির আহমদ, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সম্পাদক সেলিম রেজা, মেম্বারশীপ সেক্রেটারী মোঃ আলম।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি (ছবি সংগ্রহ: ফ্রেন্ডস বাবু)

'ডিফারেন্ট টাচ'-এর এক সময়ের বিখ্যাত গায়ক বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী মাহতাব আযমী। ছবি-একুশ